বিভক্তির সাত কাহন-৫
ভজন সরকার

প্রবাসী বাংগালী বিশেষত বাংলাদেশী বাংগালীদের একটা একত্রিত প্ল্যাটফরম শুরু থেকেই খুঁজছিলাম টরেন্টোতে স্থায়ী হবার পর থেকেই । আড্ডার সেই পুরানো অভ্যাস । কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তার পর চাকুরী জীবনেও আড্ডা না হলে ভাত হজম হয় না । প্রেমিকাকে বৌ করে উঠেছি বন্ধুর বাসায় । শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা ঢাকা শহর বাত্তি দিয়ে খুঁজছে । বৌকে বান্ধবীর কাছে রেখে দিব্যি আড্ডা দিতে যাচ্ছি সোহরোওয়াদী ´উদ্যানে । জানি না আড্ডাটাও একটা নেশা কিনা ? তবে এইটুকু বিশ্বাস করি, জীবনে আড্ডা থেকে যতটুকু অর্জন তা অকিঞ্চিৎকর নয় অবশ্যই - বরং আড্ডার মানুষগুলোর মহত্ত্ব ও উদারতা চলার পথে যুগিয়েছে সাহস ও প্রেরনা ।

জলের মাছ ডাঙ্গায় তোলার মত অবস্থা টরেন্টোতে এসে । একে ওকে ফোন করে বিরক্ত করি , খুঁজতে চাই জমায়েত - মানুষের সম্মিলন । কিন্তু যেখানেই যাই হতাশ হই বিভক্তির নানা রং দেখে । ২০০০ সনের দিকে টরেন্টোতে সবসুদ্ধ কতই আর বাংলাদেশী ছিল ? প্রকাশনার মধ্যে দু'একটা পত্রিকা । ড্যানফোর্থ তখনও হয়ে ওঠে নি বাংলাদেশী মানুষের মিলন -কেন্দ্র । কিন্তু তখন থেকেই ব্যাংগের ছাতার মত গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে হরেক-রকম সমিতি -সংগঠন । একেক সংগঠনের আবার নানা দল-উপদল । বিভক্তির কারণগুলো যেমন বিচিত্র-তেমনি মজাদার যেমন গরু-শুয়োর,ইমিগ্র্যান্ট- রিফিউজি,বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ, বুয়েট-বি আই টি, হল-হোস্টেল, ডিপার্টমেন্ট-ফ্যাকালটি, জেলা-উপজেলা ইত্যাদি ইত্যাদি ।

অভিবাসনের গুরুত্বের দিক থেকে প্রকৌশলীদের প্রাধান্য বেশী হবার জন্য সংখ্যার দিক থেকে প্রকৌশলীরাই সংখ্যাগুরু । তাই প্রকৌশলীদের সংগঠন থাকাটাই স্বাভাবিক । শুরুও হয়েছিল একক সংগঠনের লক্ষ্য নিয়েই । কিন্তু ওই যে আগেই বলেছি, বিভক্তির লক্ষন রেখা বাংগালী জাতির কপালে সেঁটে আছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে , তাই মুক্তি নেই তা থেকে । এ ক্ষেত্রেও ঘটলো বিপত্তি । আর কারণ ,অত্যন্ত স্পর্শকাতর ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত - সেই গরু-শুয়োর ভক্ষনের দ্বন্দ্ব । নেতাদের অধিকাংশই মুসলমান ,তাই গরুর মাংস না রাখলে মুসলমানিত্বে আঘাত লাগবে -তা হিন্দুরা কি ভাবলো আর না-ভাবলো তাতে কিছু যায় আসে না ! বছরের বাকী তিন শত চৌষট্টি দিন গরুর মাংস খাই আর না-খাই , সার্বজনীন ওই দিনটাতে খেতেই হবে । মানসিকতা আর কিছু নয় - সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো আর আঘাত করা অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে । অন্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে সম্মান জানানোও যে রুচি-সংস্কৃতিরই একটা অংশ আমরা অনেকেই ভুলে যাই এটা ।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, গরু বা শুয়োরের মাংস খাওয়া না খাওয়া যতটা না ধর্মীয় বিধি-নিষেধের জন্যে তার চেয়েও বেশী আশৈশব-লালিত অভ্যাস ও সংস্কারের কারণে । যে কারণে কোরিয়ানদের মত আমরা কুকুরের মাংশ খাই না , ঠিক একই অনভ্যস্থতার কারণেই অনেক হিন্দু-মুসলমান গরু-শুয়োর খায় না । পারস্পারিক এ শ্রদ্ধাবোধটুকু আমাদের থাকা প্রয়োজন - যদিও তা দেখা যায় না অনেকের মধ্যেই । টেবিলে শুয়োরের মাংশ থাকলে একজন অনভ্যস্থ মুসলমানের যতটুকু অস্বস্তিলাগে - একজন হিন্দুর ও লাগে তেমনি গরুর মাংশ থাকলে । বাংলাদেশী প্রকৌশলী রা আজ টরেন্টোতে বিভক্ত বিভিন্ন দল-উপদলে । প্রধান আর স্পষ্ট দুই ধারা হিন্দু ও মুসলমান প্রকৌশলী সমিতি। কোন আদর্শিক বা পেশাগত দ্বন্ধ নয় - নিতান্তই সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাই একমাত্র কারণ ।

আর পেশাগত এ সমস্ত ভূঁইফোড় সংগঠন গড়ে তোলার যৌক্তিকতা নিয়েও আছে নানা প্রশ্ন। কেননা, প্রবাস জীবনের এ চরমতম প্রতিকূল বাস্তবতায় আমরা কতজনই বা নিজ নিজ পেশায় আছি , থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি কিংবা স্ব-পেশার অভিবাসীদের সাহায্য করার সামর্থ আছে । ফলে এ সমস্ত পেশাগত সংগঠনগুলোর মূল উদ্দেশ্যই গোষ্ঠী-দ্বন্ধকে উচ্চকিত করা - অভিবাসী বাংগালী সমাজের মুল ধারার উৎকর্ষতা নয় ।
(চলবে)